গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৩২, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ সরণী
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- ৪৩.২৫.০০০০.০০১.১৬.০০১.৯২(অংশ-২).**২১২৫** তারিখ: ২৮/১১/২০২৪

বিষয় : কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা এবং কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত ও অন্যান্য আরকাইভাল ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলা ও রামু উপজেলায় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন সংক্রান্ত ভ্রমণ প্রতিবেদন দাখিল ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা এবং কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত ও অন্যান্য আরকাইভাল ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলা ও রামু উপজেলায় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন সংক্রান্ত ভ্রমণ প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য পেশ করা হলো।

২৮/১১/২০২৪
(মোঃ জামাল উদ্দিন)
চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক
ফোন: ২২২২১৮৬৪৫

মহাপরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-

১। পরিচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক (লাইব্রেরি), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার ও ডিডিও, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। সকল কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা এবং কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত ও অন্যান্য আরকাইভাল ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলা ও রামু উপজেলায় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন সংক্রান্ত ভ্রমণ প্রতিবেদন

তারিখ : ২২-২৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
ঢাকা।

কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা এবং কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত ও অন্যান্য আরকাইভাল ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলা ও রামু উপজেলায় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন সংক্রান্ত বিস্তারিত ভ্রমণ প্রতিবেদন

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আকর তথ্যের মূল উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা করার দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের সকল নথিসৃষ্টিকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে অপ্রচলিত নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা করে এবং দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। এ নথিপত্রগুলো আমাদের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। এগুলো আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়।

জাতীয় আরকাইভস আইন ২০২১ এর ধারা-১০ মোতাবেক জাতীয় আরকাইভস দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার অফিস, জেলা প্রশাসকের অফিস, জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন/পৌরসভা, পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিস, পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, গণপূর্ত বিভাগ, প্রাচীন গণগ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে ''এ'' ও ''বি'' শ্রেণীর রেকর্ড সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান নিজ দায়িত্বে তাদের রেকর্ড তাদের আরকাইভসে প্রেরণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে এ কাজটি করা হয় না। তাই বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস উদ্যোগী হয়ে নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। প্রতিনিধিদল রেকর্ড সংগ্রহ করে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণ করা।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. সালমা মমতাজ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩/১১/২০২৪ খ্রিঃ থেকে ২৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলায় অবস্থান করেন। ২৩/১১/২০২৪ তারিখ কক্সবাজার জেলা গণগ্রন্থাগারে কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা করা হয় ও তাদেরকে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি বিতরণ করা হয়। লেখক ও প্রকাশকগণ তাৎক্ষণিক তাদের লেখা প্রকাশ করা কিছু বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য জমা দেন।

গত ২৪/১১/২০২৪ তারিখ কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রামু উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন করা হয়। হিরাম কক্স এর বাংলোয় কোন তৎকালীন কোন ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলেও তাঁর সম্পর্কিত বর্ণনাদি স্মৃতিফলক থেকে সংগ্রহ করা হয়। একইসাথে তার ব্যবহৃত খাট, টেবিল, কুয়া ও বাংলোর ছবি ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণের নিমিত্ত নিয়ে আসা হয়।

কক্সবাজার জেলার লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের সাথে ISBN বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মশালার কিছু চিত্র:

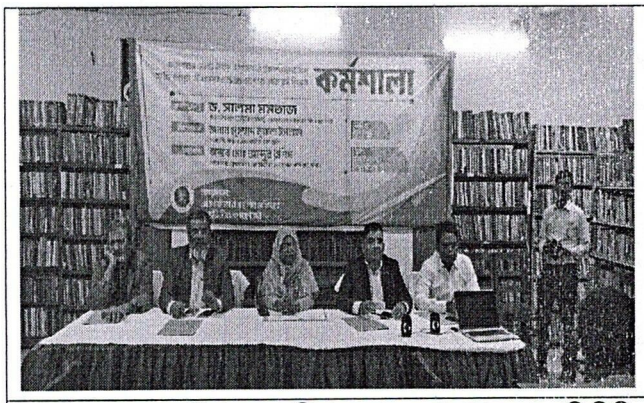

কর্মশালায় মহাপরিচালক, পরিচালকদ্বয় ও প্রকাশকদের প্রতিনিধি

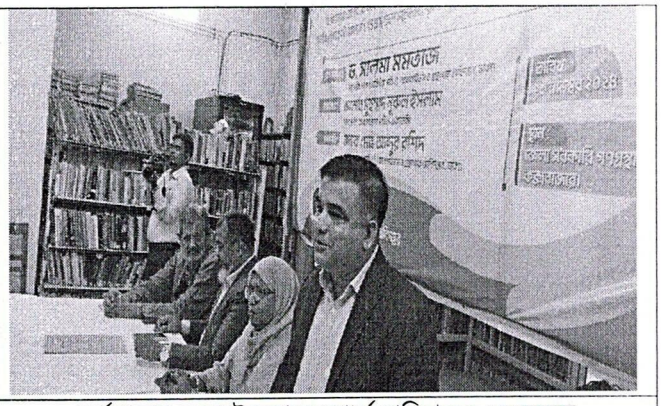
কর্মশালার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচালক এর বক্তব্য

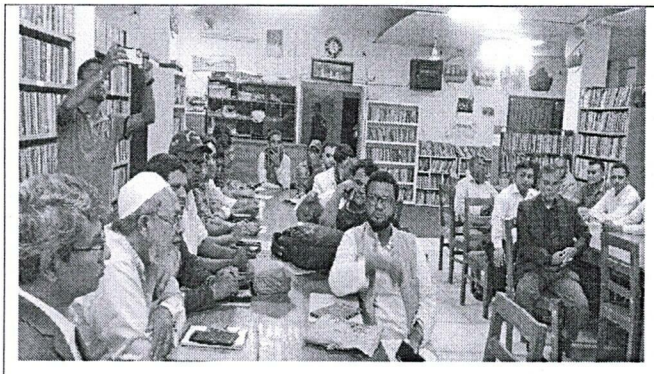

কর্মশালায় কক্সবাজার জেলার লেখক ও প্রকাশকবৃন্দ	কর্মশালায় মহাপরিচালকের নিকট লেখক কর্তৃক বই হস্তান্তর

কক্সবাজার জেলার নামকরণের ইতিহাস ও ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. সালমা মমতাজ এর নেতৃত্বে একটি টিম কক্সবাজার জেলার নামকরণ ও এর ইতিহাস সম্পর্কে ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্দেশে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বাংলো পরিদর্শন করেন।

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স, যার নামে কক্সবাজার জেলা নামের উৎপত্তি। তিনি একজন ব্রিটিশ কূটনীতিক ছিলেন। তাকে এ অঞ্চলে শরণার্থী সমস্যা নিরসনের জন্য তৎকালীন পালংকির (বর্তমান কক্সবাজার) মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। দাপ্তরিক কাজ এবং আশ্রয়ের জন্য তখন এই বাংলো বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি আরাকান শরণার্থী এবং স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে বিদ্যমান পুরনো সংঘাত নিরসন ও শরণার্থী পুনর্বাসনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়ার আগেই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে এই বাংলোতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কক্স সাহেবের বাংলো বাড়িটি রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের অফিসের চর এলাকায় অবস্থিত। কক্সবাজার শহর থেকে এটি প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। রামু থানার পার্শ্বে রামু-মরিচ্যা আরাকান সড়কের পশ্চিম পাশে বাংলো বাড়িটি। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বাইরে বসার জন্য রয়েছে দুটি সিট। বাড়িটি তালাবদ্ধ থাকে। বাংলোটি দেখা ও ভিতরে কোন ডকুমেন্ট পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতেই উপজেলা প্রশাসন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজনকে পাওয়া যায়, যার নাম বদিউজ্জামান। তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বছর হবে। তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন কক্স এর সময়ের কিছু ডকুমেন্ট ছিল। কিন্তু তিনি এগুলোর গুরুত্ব না বুঝায় ফেলে দিয়েছেন।

রামুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম অসুস্থ থাকায় তাঁর সাথে ফোনে ক্যাপ্টেন কক্স ও উক্ত সময়ের কোন ডকুমেন্ট আছে কিনা তা নথিপত্র দেখে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। হিরাম কক্সের অবদানের সম্মানার্থে পর্যটন শহর কক্সবাজারের নামকরণ করা হয়েছে। হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের জনপদ রামু। বাংলোটির ইতিহাস সংরক্ষণে রামু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর বসবাসের বাংলোটি সংস্কার ও নামকরণ করা হয়। পরিদর্শনকালে ক্যাপ্টেন কক্স সাহেবের বাংলোর কিছু চিত্র নিম্নরূপ:

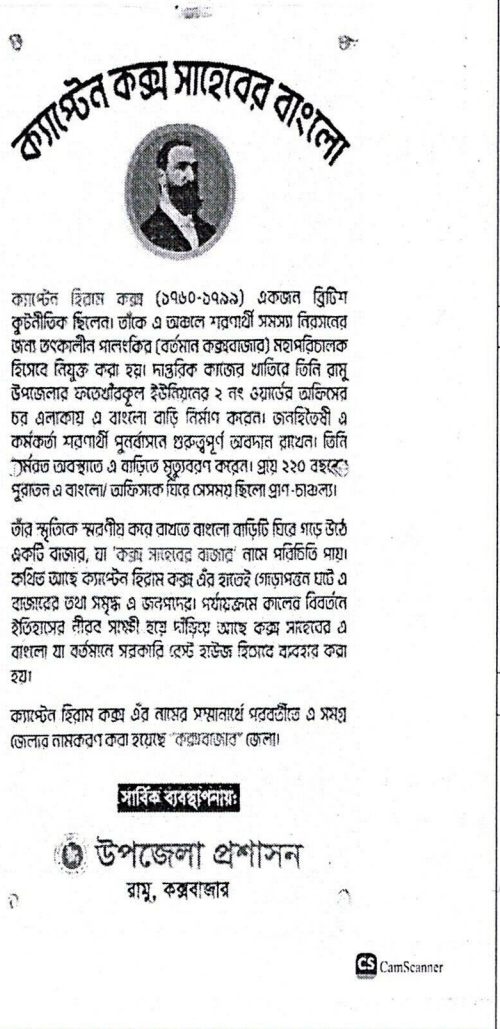

ক্যাপ্টেন কক্স সাহেবের বাংলো

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স (১৭৬০-১৭৯৯) একজন ব্রিটিশ কূটনীতিক ছিলেন। তাঁকে এ অঞ্চলে শরণার্থী সমস্যা নিরসনের জন্য তৎকালীন পালংকির (বর্তমান কক্সবাজার) মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। দাপ্তরিক কাজের খাতিরে তিনি রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের অফিসের চর এলাকায় এ বাংলো বাড়ি নির্মাণ করেন। জনহিতৈষী এ কর্মকর্তা শরণার্থী পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি কর্মরত অবস্থাতে এ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় ২২০ বছরের পুরাতন এ বাংলো/ অফিসকে ঘিরে সেসময় ছিলো প্রাণ-চাঞ্চল্য।

তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলো বাড়িটি ঘিরে গড়ে উঠে একটি বাজার, যা 'কক্স সাহেবের বাজার' নামে পরিচিতি পায়। কথিত আছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এঁর হাতেই গোড়াপত্তন ঘটে এ বাজারের তথা সমৃদ্ধ এ জনপদের। পর্যায়ক্রমে কালের বিবর্তনে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কক্স সাহেবের এ বাংলো যা বর্তমানে সরকারি রেস্ট হাউজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এঁর নামের সম্মানার্থে পরবর্তীতে এ সমগ্র জেলার নামকরণ করা হয়েছে "কক্সবাজার" জেলা।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়:

উপজেলা প্রশাসন
রামু, কক্সবাজার

CamScanner

ক্যাপ্টেন কক্স সম্পর্কিত কিছু তথ্য, রামু, কক্সবাজার

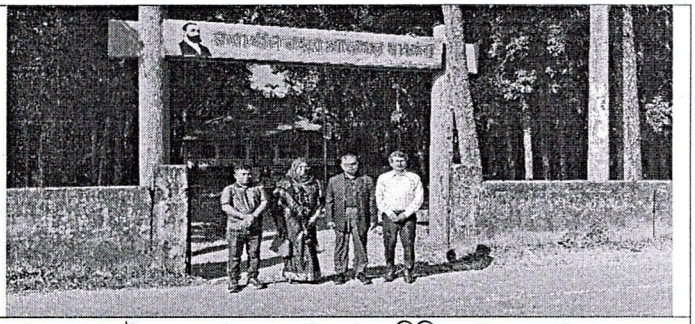

ক্যাপ্টেন কক্স সাহেবের বাংলোর বহিচিত্র, রামু, কক্সবাজার

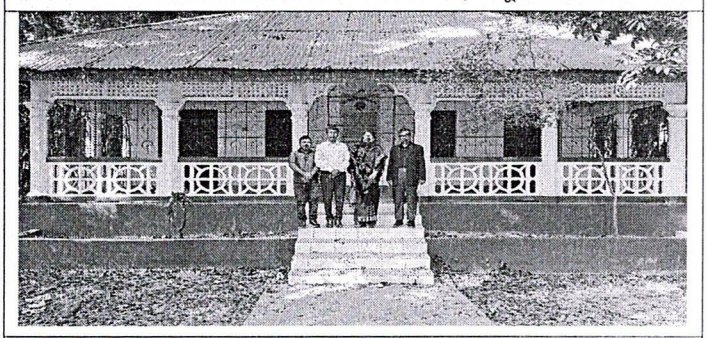

ক্যাপ্টেন কক্স সাহেবের বাংলো পরিদর্শনরত, রামু, কক্সবাজার

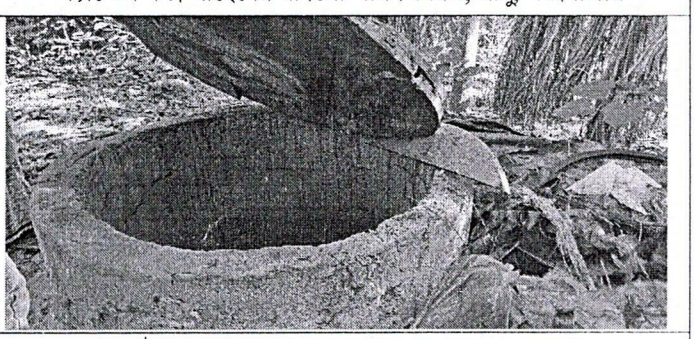

ক্যাপ্টেন কক্স সাহেবের ব্যবহৃত কুয়া, রামু, কক্সবাজার

সুপারিশসমূহ:

১। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর নামটি কক্সবাজার নামকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে বিবেচনায় বাংলোটি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর স্মৃতিফলক হিসাবে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত বাংলোটি নিয়মিতভাবে খুলে রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, তাঁর কিছু ছবি ও কাজকর্মের চিত্র বা ডকুমেন্ট বাঁধাই করে দেয়ালে ঝুলানো এবং জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রামুকে পত্র দেওয়া যেতে পারে।

২। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স সম্পর্কিত ও অন্যান্য আরকাইভাল ডকুমেন্ট পাওয়া গেলে সেগুলো আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রামুকে পত্র দেওয়া যেতে পারে।

(মোঃ জামাল উদ্দিন)
চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।